রূপালী ব্যাংক লিঃ এর বার্ষিক সম্মেলন-২০১০
গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

তারিখ ঃ ০৪/০২/২০১০
সময় ঃ বিকাল ০৩ঃ৪৫
স্থান ঃ কিংস হল, স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টার লিঃ

শুরুতে ভাষা শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক আয়োজিত অঞ্চল, কর্পোরেট ও বিশেষ শাখা প্রধানগণের বার্ষিক সম্মেলন ২০১০ এর সম্মানীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় বিশেষ অতিথি, উপস্থিত সুধী, শাখা প্রধানগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ভাই-বোনেরা।

আমি আমার বক্তব্যের প্রারম্ভেই এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে উদ্যোক্তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি। কেননা, আমি মনে করি এ সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তা শাখা প্রধানগণ যেমন একদিকে অবহিত হতে পারবেন অপরদিকে, ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে শাখা প্রধানগণ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারবেন। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের করণীয় বিষয়াবলী নির্ধারণে সুচিন্তিত পরামর্শের ভিত্তিতে দলগত সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণে এ সম্মেলন বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

০২। **একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত। একটি দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা আর্থিক খরচ কমায়, বিনিয়োগ বাড়ায় এবং বেসরকারি খাতে আরো প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে। আপনারা জানেন, একসময় ব্যাংকিং খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। কিন্তু, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অধিকতর প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যূনতম ব্যয়ে উন্নত ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণের প্রয়াসে আশির দশকের শুরুতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান ও অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রে মার্কেট শেয়ার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যাশা করে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো তাদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাসহ সকল বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সময়োচিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের সম্পদে তাদের অংশীদারিত্ব ধরে রাখার চেষ্টা করবে এবং দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত উত্তম ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করবে।**

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অন্যান্য তিনটি ব্যাংকের চেয়ে আপনাদের ব্যাংকের অবস্থা কিছুটা ভিন্নতর। ইতোপূর্বে আপনাদের ব্যাংকের বেসরকারিকরণের সার্বিক প্রস্তুতি নেয়া হলেও অনিবার্যকারণে সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। ফলে, বেশ কিছু দিনের ব্যবস্থাপনা সমস্যা সার্বিকভাবে আপনাদের ব্যাংকের ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। যাহোক, বর্তমানে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক আপনাদের ব্যাংকের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। ইতোমধ্যে মূলধন বৃদ্ধি এবং ব্যবসা উন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/মতামত প্রদান করা হয়েছে।

চলমান পাতা/২

০৩। অবশ্য, সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে আপনাদের ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সার্বিক মুনাফা অর্জন, প্রভিশন সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, রেমিটেন্স সংগ্রহসহ নানা বিষয়ে আপনাদের অগ্রগতি প্রশংসার দাবি রাখে। **এরপরও আপনাদের ব্যাংকের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। যেমন-**

ক) বিগত ১ বছরে absolute এবং percentage terms এ আপনাদের খেলাপি ঋণ পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়েছে । ডিসেম্বর, ২০০৮ এ যেখানে খেলাপি ঋণের পরিমান ও হার ছিল ১৫৩৪ কোটি টাকা এবং ৩২ শতাংশ সেখানে ডিসেম্বর, ২০০৯ এ খেলাপি ঋণের পরিমান ও হার দাঁড়িয়েছে ১০৯৪ কোটি টাকা এবং ২২ শতাংশ । তবে, সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের হার (১০.৫০ শতাংশ) অপেক্ষা আপনাদের ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার এখনও অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে (অর্থাৎ ২২ শতাংশ) রয়েছে ।

খ) আপনাদের লোকসানবাহী শাখার সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ২০টি বৃদ্ধি পেয়েছে । অর্থাৎ ২০০৮ এ ছিল ৩৮টি এবং ২০০৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫৮টি তে ।

গ) আপনাদের ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর সেবার মানও কাঙ্খিত পর্যায়ে নেই বলে প্রায়শই অভিযোগ পাওয়া যায় । বিশেষ করে তৃণমূলের শাখাগুলোর প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং নৈতিক মূল্যবোধের অভাবের কারণে উন্নত সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আমাদের কাছে প্রায়ই খবর আসছে ।

ঘ) বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদেরকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গড়ে তোলার জন্যে মোট জনশক্তিকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে না পারার বিষয়টিও আপনাদের ব্যাংকের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে । তবে এ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে । বিজনেস সেশনগুলোতে নিশ্চয় এ বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা গভীর বিশ্লেষণ করবেন ।

০৪। সারা দেশে আপনাদের রয়েছে সুবিস্তৃত ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক (৪৯২টি) । এছাড়া, আপনাদের রয়েছে প্রায় ৪৫০০ দক্ষ জনবল । আর্থিক সেবার পরিসরে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তি (financial inclusion) প্রশস্ততর করার লক্ষ্যে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি । এ সমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর সুযোগ প্রদান;
- দেশের শহর ও পল্লী এলাকায় গৃহস্থালী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সৌরশক্তি প্যানেল স্থাপন, সৌর ফটোভোল্টাইক সংযোজন প্ল্যান্ট/শিল্প স্থাপন, গৃহস্থালী বা বাণিজ্যিকভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট/সমন্বিত গরুপালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপনে ব্যাংকগুলোর অর্থায়নে বিপরীতে বিভিন্ন স্কীমের আওতায় সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা প্রদান;

চলমান পাতা/৩

- এসএমই ও কৃষির ন্যায় অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতের অর্থায়নে ব্যাংকগুলোকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে বিভাগীয় শহরের বাইরে উপজেলাসহ পশ্চাতপদ 'আনব্যাংকড্' এলাকায় 'এসএমই সার্ভিস সেন্টার' এর পরিবর্তে 'এসএমই/কৃষি শাখা' নামে ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স ইস্যু করার ব্যবস্থা;
- নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণপূর্বক কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ, ইত্যাদি ।

এ সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রম তথা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রমে আপনাদের সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং জনবলকে কৌশলগত সুযোগ হিসেবে (strategic opportunities) কাজে লাগানোর ব্যাপক অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করি ।

০৫। এখন আমি অঞ্চল, কর্পোরেট ও বিশেষ শাখা প্রধানদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলতে চাই । **আপনারা হচ্ছেন, প্রধান কার্যালয় এবং শাখাগুলোর সেতু-বন্ধন বা সমন্বয়কারী । ফলে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি, এসএমই এবং এ ধরনের অগ্রাধিকার খাতের উন্নয়নে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তা বাস্তবায়নে আপনাদের ভূমিকাই প্রধান ।**

এজন্যে সুনির্দিষ্টভাবে আপনাদের নিকট আমার আহবান হলো ঃ

ক) শাখা পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা আঞ্চলিক কার্যালয় পর্যায়ে মনিটর করবেন । কৃষকের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা, ঋণ গ্রহণেচ্ছুক উদ্যোক্তাগণ ঋণ গ্রহণকালে যাতে অযথা হয়রানির স্বীকার হচ্ছেন কিনা, তেলবীজ ও মশলা জাতীয় ফসলে রেয়াতী হারে (২%) ঋণ প্রদান করা হচ্ছে কিনা, প্রকৃত কৃষকগণ সহজে ও সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণ পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়গুলো আপনারা তদারক করবেন ।

খ) আপনারা ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও শাখাগুলোর ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন । নিয়মিত মনিটরিং এর অংশ হিসেবে আপনারা শাখাসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে সময় সময় সভা করবেন, কৃষি ঋণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করবেন, শাখাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা এবং শাখার বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সহায়তা করবেন । স্থানীয় গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ সংগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবেন ।

গ) কর্পোরেট ও বিশেষ শাখা প্রধানগণ একদিকে যেমন ব্যবসা সম্প্রসারণে নজর দিবেন, অপরদিকে গ্রাহক হয়রানি যেন না হয় সে ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাকবেন ।

০৬। উন্নয়ন কর্মকান্ডে কৃষকের যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোত্তম ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে **নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণপূর্বক কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার জন্যে আমরা গত ১৭ জানুয়ারি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছি** । এ নির্দেশ পরিপালনের **প্রস্তুতি গ্রহণের অংশ হিসেবে হিসাব খোলার পর্যাপ্ত ফরম প্রস্তুতসহ আনুষঙ্গিক সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরতঃ কৃষককে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীর ব্যক্তিগত তদারকি নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে** । আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে অঞ্চল প্রধানরা প্রধান নির্বাহীকে কার্যকরী সহযোগিতা প্রদান করতে এগিয়ে আসবেন ।

চলমান পাতা/৪

০৭। **কৃষি ঋণের মতো এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে খুব শিগগিরই আমরা একটি বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করবো। এ জন্যে ব্যাংকগুলো হতে ইতোমধ্যেই নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা (indicative target) সংগ্রহ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ক্লাস্টারে ঋণ বিতরণের জন্যে ব্যাংকগুলোকে আহ্বান করা হবে। SME খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে আরো বেশি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার আহ্বান করা হবে। কৃষি ঋণের মতো এসএমই ঋণের ক্ষেত্রেও আপনারা পর্যাপ্ত মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন বলে আমি আশা করি।**

সামগ্রিকভাবে আপনাদের জন্যে আমি আরো কয়েকটি পরামর্শ রাখতে চাই ঃ

০৮। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং অন্যান্য দেশি-বিদেশি ব্যাংকগুলোর সাথে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসা উন্নয়নে আপনাদেরকে ব্যাপক কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমানত ও ঋণ উভয় ক্ষেত্রেই আপনাদের মার্কেট শেয়ার ধরে রাখতে হবে। সারা দেশব্যাপী সুবিস্তৃত ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক এর কৌশলগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলের un-trapped savings সংগ্রহ এবং আমদানি-রপ্তানি ও রেমিটেন্স বৃদ্ধিতে অধিক তৎপর হতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে আপনাদের সেবার মান আরো বাড়াতে হবে। সর্বোপরি দক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। অনাদায়ী খেলাপি ঋণ আদায়ের ব্যাপারে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুক্তিসিদ্ধ ব্যবসায়িক নিরিখ/নীতির ভিত্তিতে তহবিল ব্যবস্থাপনায় যেমন মনোযোগী হতে হবে তেমনি নতুন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে যেন নতুন ঋণগুলোও খেলাপি না হয়ে পড়ে।

পরিশেষে, সততা, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্যে আপনাদের আহ্বান করছি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতারও আশ্বাস দিচ্ছি। প্রণোদনামূলক যে কোন কার্যক্রমে আপনাদের পর্ষদের প্রচেষ্টাকে আমি আমার সর্বোচ্চ সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

***